ত্রিপুরা মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ □ আগরতলা - ৭৯৯ ০০১ □ পশ্চিম ত্রিপুরা।

রেফ নং ঃ F.7(1)-SWC/PC/Dth/Sl.6/11 তারিখ ঃ

প্রেস রিলিজ

ধর্মনগরের কাশ্যপবাড়ীর গৃহবধূ সুতপা একমাত্র পরিচারিকার কাছ থেকেই পেয়েছিলেন মানবিক আচরণ : মহিলা কমিশন।

ধর্মনগরের গৃহবধূ সুতপার মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশের কাছে মহিলা কমিশনের প্রথম দাবি ছিল গায়ত্রী কাশ্যপ (পাল) ও যীষ্ণু কাশ্যপকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। ঘটনার পরের দিনই যীষ্ণুকে গ্রেপ্তার করলেও পুলিশ এতদিনগায়ত্রীকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। অবশেষে আজ (১৫-১-২০১১) ভোরবেলা কুমারঘাট থেকে পালিয়ে থাকা গায়ত্রীকে ধর্মনগর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে জেনে কমিশন সন্তোষ প্রকাশ করেছে। কমিশন বিশ্বাস করে ধর্মনগর আদালতে কর্মরত সরকার পক্ষের উকীল তাঁর সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকেই সুতপার মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্ত গায়ত্রী ও যীষ্ণুর জামিন আটকানোর আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। অভিযুক্তদের হাজতে রেখেই কোর্টে চার্জশীট দাখিল করার কথাও পুলিশকে বলেছে কমিশন।

ধর্মনগরের প্রতিষ্ঠিত কাশ্যপবাড়ীর গৃহবধূ সুতপার অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর তাঁর জামাইবাবু শ্রীদেবাশীষ দত্তর কাছ থেকে পেয়ে কমিশন প্রথমেই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তারপর গান্ধীগ্রামে সুতপার বাবার বাড়ী এবং এরপর ধর্মনগরে সুতপার শ্বশুরবাড়ী গিয়ে ঘটনাটির পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করেছে কমিশন।

১০-১-২০১১ গান্ধীগ্রামের বাড়ীতে বসে সুতপার মা শ্রীমতী জয়া চৌধুরী কমিশন সদস্যদের জানান যে ২০০৭ সালের ৩রা মে তাদের মেয়ে সুতপাকে হিন্দুশাস্ত্রমতে সামাজিকভাবে ধর্মনগর থানারোডের শ্রীযোগজীবন কাশ্যপের ছেলে যীষ্ণুপ্রিয় কাশ্যপের সঙ্গে বিয়ে দেন। তিনি বলেন মেয়ের বিবাহিত জীবন সুখের ছিলনা। বিয়ের পর থেকেই কাশ্যপবাড়ীতে সুতপার ওপর চলত দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন। সুতপার ননাস গায়ত্রী কাশ্যপই ছিল নির্যাতনের মূলে। গায়ত্রী বিভিন্নভাবে তার ছোট ভাই যীষ্ণুকে সুতপার কালো গায়ের রং, কম লেখাপড়া, গরীব বাবার বাড়ী, ইত্যাদি নিয়ে উত্তেজিত করতো এবং সুতপার ওপর নির্যাতনে প্ররোচিত করতো। শ্রীমতী জয়া দেবী আরও বলেন যে শ্বশুরবাড়ী গরীব, তার থাকার যোগ্য নয় বলে যীষ্ণু আগরতলা এলে হোটেলেই থাকতো।

প্রায় সময়ই নেশা করতো সে। দিদি গায়ত্রীর কথায়ই ছিল তার ওঠাবসা। সুতপাকে তাঁর স্বামী যীষ্ণুর সঙ্গে কথা বলতে দিত না গায়ত্রী। স্বামীর ঘর থেকে ২০,০০০/- টাকা চুরির মিথ্যা অপবাদও তারা দিয়েছিল সুতপাকে। সুতপা সন্তানসম্ভবা হলে শ্বশুরবাড়ীতে তাঁকে ঠিকমতো খাবার দিত না। ননাস এবং স্বামী মিলে তাঁকে বাথরুমে আটকে রেখে দিত। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে মেয়েদের অন্তঃসত্ত্বাকালীন প্রচণ্ড ক্ষিদেতে কাশ্যপবাড়ীর পরিচারিকা বাথরুমের ভেন্টিলেটার দিয়ে লুকিয়ে সুতপাকে খাবার দিত। গায়ত্রী সুতপার চরিত্র

Member Secretary,
Tripura Com...

রেফ নং ঃ তারিখ ঃ

...অপবাদ দিয়েও তাকে নির্যাতন করতো। সন্তানসম্ভবা সুতপার এই অবস্থার কথা ফোনে পরিচারিকার কাছ থেকে জেনে বাবা-মা গিয়ে সুতপাকে গান্ধীগ্রামে তাঁদের কাছে নিয়ে আসেন।

শ্রীমতী জয়া চৌধুরী বলেন গত ৭-০১-১১ বিকাল ৪টা নাগাদ সুতপা মাকে ফোন করে জানায় ওর শরীর খুবই খারাপ, মাথা ঘুরছে। তাঁর কথার মধ্যে কেমন একটা ভয় ভয় ভাব মা অনুভব করেন। এরপর থেকে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে সুইচ অফ আসে। সুতপার বড় বোন তখন সুতপার স্বামী যীষ্ণুকে ফোন করলে সে বলে সুতপা ঘরের দরজা খুলছেনা। ওরা থানায় জানিয়েছে। একথা শোনার পর সুতপার বাবা এবং জামাইবাবু সঙ্গে সঙ্গে ধর্মনগরে সুতপার বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান এবং সেখানে গিয়ে দেখতে পান সুতপার প্রাণহীন দেহ। দুই বছরের শিশু সন্তানকে রেখে সুতপা আত্মহত্যা করবে একথা তাঁরা বিশ্বাস করতে পারছেন না। যীষ্ণু এবং গায়ত্রী পরিকল্পনা করেই যে সুতপাকে মেরেছে এটাই তাঁদের বিশ্বাস।

গত ১৪-১-১১ কমিশনের প্রতিনিধিরা ধর্মনগর গিয়ে ঘটনার আরও তথ্য অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করেন। কমিশন সুতপার বড় জা শ্রীমতী তৃপ্তি কাশ্যপ, ভাসুর শ্রীশুভঙ্কর কাশ্যপ এবং দেবর শ্রীসঞ্জয় শেখর কাশ্যপের সঙ্গে দেখা করে ঘটনা সম্পর্কে জানতে চায় কমিশন। তাঁরা প্রত্যেকেই যীষ্ণু এবং গায়ত্রী যে সুতপাকে বিনা কারণে শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন করতো একথা কমিশনকে জানান। কখনও কারো সঙ্গে মেলামেশা করতে দিত না ।বড় জা শ্রীমতী তৃপ্তি জানান গায়ত্রী সর্বদা সুতপা ও যীষ্ণুর দাম্পত্য সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করে প্ররোচিত করতো যীষ্ণুকে। সুতপার বিয়ের আগে থেকেই গায়ত্রী নিজের শ্বশুরবাড়ী ভাড়া দিয়ে স্বামী সহ বাবার বাড়ীর পাশে ভাড়া থাকতো। সুতপার ভাসুর এবং দেবর প্রায় একই কথার পুনরাবৃত্তি করেন এবং বলেন যে গায়ত্রী এবং যীষ্ণু দুজনেই সুতপাকে প্রচন্ড দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন করতো।

শ্রীসঞ্জয় শেখর বলেন সুতপার ওপর নির্যাতনের বিষয়টি নিয়ে দুর্গাপূজার আগে যীষ্ণুদের বাড়ীতেই সুতপার মা-বাবা সহ একটি বৈঠক হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে শ্বশুরবাড়ীর কেউ আর সুতপাকে কোনপ্রকার নির্যাতন করবেন না। কিন্তু কয়েকদিন ভাল চলার পর গায়ত্রীর প্রত্যক্ষ মদতে সুতপার ওপর আবার প্রচন্ড নির্যাতন শুরু হয়। সুতপা বাধ্য হয়ে গান্ধীগ্রামে বাপের বাড়ীতে চলে আসে। মৃত্যুর মাত্র দশ দিন আগে সুতপা শ্বশুরবাড়ী ফিরে গিয়েছিল। তাঁরা সকলেই গায়ত্রী এবং যীষ্ণুর কঠোর শাস্তি দাবী করেছেন।

নারীপুরুষ নির্বিশেষে ধর্মনগরবাসী, সকল নারী সংগঠন এবং সারা ত্রিপুরার সমাজ সচেতন মানুষ মাত্রেই অভিযুক্ত যীষ্ণু কাশ্যপ এবং তার দিদি গায়ত্রী কাশ্যপের উপযুক্ত শাস্তি চান। মহিলা কমিশন তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে অভিযুক্তদের শাস্তির ব্যবস্থা যাতে হয় সেই উদ্দেশ্যে চেষ্টা করে যাচ্ছে।

মেম্বার সেক্রেটারী

ত্রিপুরা মহিলা কমিশন